بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

খুতবা জুম'আ

আঁ হযরত (সা.)-এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন বদরী সাহাবাকেরাম রেজওয়ানুল্লাহ্ আলাইহিম আজমাঈনদের প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯-এর খোতবা জুমা এর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণের ধারাবাহিকতায় আজ আমি যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ দিয়ে শুরু করবো তিনি হলেন, হযরত ইয়াযীদ বিন রুকায়েশ। হযরত ইয়াযীদ বদর, উহুদ এবং পরিখাসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। হযরত ইয়াযীদ বদরের যুদ্ধে তায় গোত্রের আমর বিন সুফিয়ান নামের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। হযরত ইয়াযীদ ইয়ামামার যুদ্ধের দিন ১২ হিজরী সনে শাহাদত বরণ করেছিলেন। এই যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ কিছুটা নিম্নরূপ; অবশ্য পূর্বেও আমি একবার সংক্ষিপ্তভাবে এ বিষয়ে কিছুটা বর্ণনা করেছিলাম।

ইয়ামামার যুদ্ধ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খিলাফতকালে ১১ হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছিল, কতিপয় ঐতিহাসিকের মতে ১২ হিজরীতে হয়েছিল। মুসায়লামা কায্যাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামা নামক স্থানে এই যুদ্ধ হয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ইকরামা বিন আবু জাহ্লের নেতৃত্বে একটি সেনাদল মুসায়লামা কায্যাবের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তাদের পেছনে তাদের সহযোগিতার জন্য হযরত শোরাহবীল বিন হাসানার নেতৃত্বে আরেকটি সেনাদল প্রেরণ করেন। হযরত শোরাহবীলের পৌঁছানোর পূর্বেই হযরত ইকরামা মুসায়লামা কায্যাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেন যেন বিজয়-মুকুট তার মাথায় শোভা পায়। কিন্তু মুসায়লামার হাতে তারা পরাজিত হন। হযরত শোরাহবীল যখন এই ঘটনা জানতে পারেন তখন পথিমধ্যেই তিনি থেমে যান। হযরত ইকরামা নিজের ঘটনা হযরত আবু বকর (রা.)-কে লিখে পাঠালে হযরত আবু বকর (রা.) উত্তরে তাকে লিখেন যে, এই অবস্থায় তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করো না, আর আমি তোমাকে এমন অবস্থায় দেখতেও চাই না, আর তুমি মদিনাতেও ফিরে আসবে না যাদেখে মানুষের মাঝে ভীরুতা সৃষ্টি হতে পারে, বরং তুমি নিজ বাহিনী নিয়ে ওমানবাসী এবং মাহরার বিদ্রোহীদের সাথে গিয়ে যুদ্ধ কর। এরপর ইয়েমেন এবং হাযারা মওতে গিয়ে বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ কর। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত শোরাহবীলকে লিখে পাঠান যে, হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদের আগমন পর্যন্ত তুমি স্বস্থানেই অবস্থান কর।

হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালেদকে মুসায়লামা কায্যাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করেন এবং তার সাথে আনসার ও মুহাজিরদের একটি বড় বাহিনী প্রেরণ করেন। আনসার দলের নেতা ছিলেন হযরত সাবেত বিন কায়েস এবং মুহাজেরদের নেতা ছিলেন হযরত আবু হুযায়ফা ও যায়েদ বিন খাত্তাব। হযরত খালেদের আগমনের পূর্বেই হযরত শোরাহবীল মুসায়লামা কাযযাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেন এবং পিছপা হয়ে পড়েন। হযরত আবু বকর হযরত খালেদের জন্য হযরত সলীতের নেতৃত্বে আরো সাহায্য প্রেরণ করেন যেন পেছন থেকে অন্য কেউ তাদের ওপর আক্রমণ করতে না পারে। যাহোক, এই যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল তের হাজার, অপরদিকে মুসায়লামার সেনাসংখ্যা চল্লিশ হাজার বর্ণনা করা হয়ে থাকে। হযরত খালেদ সম্পর্কে যখন জানা গেল যে, তিনি কাছাকাছি এসে গেছেন তখন সে উকরবা নামক স্থানে তার তাঁবু খাটায় আর মানুষকে তার সাহায্যের জন্য আহ্বান করে। মানুষ বিশাল সংখ্যায় তার দিকে আসতে থাকে। তখনই মুজাআ বিন মুরারা একটি সেনাদলসহ বাহিরে আসলে মুসলমানরা তাকে এবং তার সাথীদেরকে পাকড়াও করে। তারা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল। হযরত খালেদ তার সাথীদেরকে হত্যা করেন আর মুজাআকে জীবিত রাখেন কেননা বনু হানিফা গোত্রে তার অনেক সম্মান ছিল। তাদের নেতাকে হত্যা করেননি বরং যুদ্ধবন্দি হিসেবে আটক করেন। মুসায়লামার পুত্রশোরাহবিল বনু হানিফাকে উত্তেজিত করতে গিয়ে বলে যে, আজ আত্মভিমান প্রদর্শনের দিন। যখন তাকে (অর্থাৎ মুজাআ'কে) পাকড়াও করা হয় তখন মুসায়লামার পুত্র বনু হানিফা গোত্রকে প্ররোচিত করতে থাকে যে, যদি আজ তোমরা পরাজিত হও তাহলে তোমাদের মহিলাদেরকে দাসী বানানো হবে আর বিবাহ বহির্ভূতভাবে তাদেরকে ব্যবহার করা হবে। অতএব আজ তোমরা তোমাদের মান-সম্ভ্রমের সুরক্ষার জন্য পূর্ণ বীরত্ব প্রদর্শন কর এবং নিজেদের মহিলাদের সুরক্ষা কর। যাহোক যুদ্ধ আরম্ভ হয়। মুহাজিরদের পতাকা হুযায়ফারমুক্ত দাস হযরত সালেম-এর কাছে ছিল, যখনকিনা এর পূর্বে তা আব্দুল্লাহ বিন হাফ্স-এর কাছে ছিল কিন্তু তিনি শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন, আর আনসারদের ঝাণ্ডা হযরত সাবেত বিন কায়েসের কাছে ছিল। তুমুল যুদ্ধ হয় আর সেই যুদ্ধ এমন ছিল যে, মুসলমানদের ইতিপূর্বে কখনো এমন ভয়াবহ যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয় নি। এই যুদ্ধে মুসলমানরা পশ্চাদপদ হয় আর বনু হানিফার লোকেরা মুজাআকে মুক্ত করার জন্য সামনে অগ্রসর হয়, যাকে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ বন্দি করেছিলেন, আর হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদের তাবুর উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়, অর্থাৎ সেখানে যায় বা সেদিকে অগ্রসর হয়। সেসময় হযরত খালেদের স্ত্রী তাবুর ভিতরে ছিলেন।তারা

হযরত খালিদের স্ত্রীকে হত্যা করতে চাইলে মুজাআ বলে, আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি অর্থাৎ তাদেরকে হত্যা করতে বাধা দেয়। মুজাআ তাদেরকে পুরুষদের ওপর আক্রমণ করতে বলে। তখন তারা তাবু কেঁটে চলে যায়। যুদ্ধ আবার চরম আকার ধারণ করে আর বনু হানিফা গোত্রের লোকেরা সবাই মিলে তীব্র আক্রমণ করে। সেদিন কখনো মুসলমানদের পাল্লা ভারী হতো আর কখনো কাফিরদের। সেই যুদ্ধে হযরত সালেম, হযরত আবু হুযায়ফা ও হযরত যায়েদ বিন খাত্তাবের মতো সম্মানিত সাহাবীরা শহীদ হন। হযরত খালেদ যখন মুসলমানদের এই অবস্থা লক্ষ্য করেন তখন তিনি প্রত্যেক গোত্রকে পৃথক পৃথকভাবে সারিবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেন যেন বিপদাপদের মাত্রা অনুমান করা যায় আর এটি বুঝা যায় যে, কোথা থেকে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে তিনি যুদ্ধের সারিগুলোকে পৃথক পৃথক করে সাজান। মুসলমানরা তখন পরস্পরকে বলছিল যে, আজ পশ্চাদপসরণে আমাদের লজ্জা হচ্ছে, অর্থাৎ আমাদের যে অবস্থা হচ্ছে তা খুবই লজ্জাজনক। মুসলমানদের জন্য এর চেয়ে অধিক বিপদের দিন আর ছিল না। মুসায়লামা তখনো তার অবস্থানে দৃঢ় ছিল এবং কাফিরদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। হযরত খালেদ বুঝতে পারেন এবং অনুভব করেন যে, তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ হবে না। এটি বুঝতে পেরে হযরত খালেদ সামনে এগিয়ে যান এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আহ্বান করেন। আর রণসঙ্গীত উচ্চকিত করেন, যা সেই যুগে ছিল- ইয়া মুহাম্মদ। যে-ই (তার বিরুদ্ধে) যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে সে নিহত হয়েছে, এর ফলে মুসলমানরা উজ্জীবিত হয়। এরপর হযরত খালেদ মুসায়লামাকে আহ্বান করেন। কিন্তু সে সামনে আসে নি বরং পলায়ন করে আর নিজ সাথিদের নিয়ে নিজের বাগানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় এবং বাগানের দরজা বন্ধ করে দেয়। মুসলমানেরা চতুর্দিক থেকে তার বাগান পরিবেষ্টন করে। হযরত বারা বিন মালেক বলেন, হে মুসলমানেরা! তোমরা আমাকে প্রাচীরের ওপর চড়িয়ে ভেতরে নামিয়ে দাও। তিনি খুবই সাহসী ছিলেন। মুসলমানেরা বলে, আমরা এমনটি করতে পারি না, কিন্তু হযরত বারা তা মানেন নি বরং জোর দিয়ে বলেন, আপনারা আমাকে কোনভাবে এই বাগানের ভেতরে নামিয়ে দিন। কাজেই মুসলমানেরা তাকে প্রাচীরের ওপর চড়িয়ে দেয় আর তিনি তার ওপর থেকে শত্রুদের মাঝে লাফিয়ে পড়ে বাগানের ভেতরে চলে যান।ভেতরে গিয়ে তিনি দরজা খুলে দেন। মুসলমানরা বাগানের ভেতরে প্রবেশ করলে পুনরায় ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। ওয়াহশী মুসায়লামাকে হত্যা করে। এই ওয়াহশী হলো সেই ব্যক্তি যেমহানবী (সা.) এর চাচা হযরত হামযা (রা.)-কে শহীদ করেছিল। যাহোক, এক বর্ণনামতে, ওয়াহশী এবং অপর এক আনসারী সম্মিলিত ভাবে মুসায়লামাকে হত্যা করেছিলেন। এই যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষ থেকে মদিনার মুহাজির ও আনসারদের মাঝ থেকে তিনশ' ষাটজন এবং মদিনার বাইরের তিনশ'জন মুহাজির শহীদ হন; অপরদিকে বনু হানিফার মধ্য থেকে আকরাবার যুদ্ধক্ষেত্রে সাত হাজার, বাগানে সাত হাজার এবং পলাতকদের পিছু ধাওয়ার সময় আরও সাত হাজার কাফিরকে হত্যা করা হয়।

হুযুর (আই.) বলেন, পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে তাঁর নাম হলো হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাখরামা (রা.)। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাখরামা প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি দুটি হিজরত করার সৌভাগ্য লাভ করেন, একটি ইথিওপিয়ায় এবং অপরটি মদিনায়। ইবনে ইসহাক হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাখরামার উল্লেখ সেসব সাহাবীর মাঝে করেছেন যারা হযরত জা'ফর (রা.)-এর সাথে ইথিওপিয়ায় হিজরত করেছিল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাখরামা বদরের যুদ্ধ এবং পরবর্তী সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি যখন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তখন তার বয়স ছিল ত্রিশ বছর। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর খিলাফতকালে যখন তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন তখন তার বয়স ছিল ৪১ বছর। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাখরামা (রা.)-রশাহাদত লাভের আকাঙ্ক্ষা অনেক বেশি ছিল। অতএব তিনি আল্লাহ্ তা'লার নিকট এই বলে দোয়া করতেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না যতক্ষণ আমি আমার শরীরের প্রতিটি সন্ধিস্থলে খোদার পথে প্রাপ্ত ক্ষত দেখতে না পাই। অতএব, ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি তার শরীরের সন্ধিস্থলে আঘাত পান, যার ফলে তিনি শহীদ হন। তিনি অনেক বেশি ইবাদাতকারী মানুষ ছিলেন। যৌবনকালেও অনেক বেশি ইবাদত করতেন। হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, ইয়ামামার যুদ্ধের বছর আমি, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাখরামা এবং হযরত আবু হুযায়ফা (রা.)-এর মুক্ত দাস হযরত সালেম একসাথে ছিলাম। আমরা তিনজন পালাকরে ছাগল চরাতাম। অর্থাৎ কিছু মালামালও ছিল সৈন্যদের জন্য যার রক্ষণাবেক্ষণ করতে হতো। অতএব যেদিন যুদ্ধ আরম্ভ হয় সেদিন ছাগল চরানোর পালা আমারছিল। ছাগল চরিয়ে ফিরে আসলে আমি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাখরামা (রা.)-কে যুদ্ধের ময়দানে আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখি এবং তার কাছে রয়ে যাই। তিনি বলেন, হে আব্দুল্লাহ্ বিন উমর! রোযাদারগণ কি ইফতারী করেছে? সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বলেন, এই ঢালে কিছুটা পানি দাও যেন আমি তা দিয়ে ইফতার করতে পারি। তিনি যুদ্ধাবস্থায়ও রোযা রেখেছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বলেন, আমি পানি আনতে যাই কিন্তু ফিরে এসে দেখি তিনি ইন্তেকাল করেছেন।

হযরত আমর বিন মা'বাদ (রা.) হলেন পরবর্তী সাহাবী যার আমি স্মৃতিচারণ করব। তার নাম উমায়ের বিন মা'বাদ-ও বলা হয়ে থাকে। তার পিতার নাম ছিল মা'বাদ বিন আযহার। তাঁর সম্পর্ক ছিল আনসারদের অওস গোত্রের বনু যুবায়া শাখার সাথে। হযরত আমর বিন মা'বাদ (রা.) বদর, উহুদ, পরিখাসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত আমর বিন মা'বাদ হুনায়নের যুদ্ধের দিন সেই একশত অবিচল সাহসী যোদ্ধা সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন,যাদের রিযিকের দায়ভার স্বয়ং আল্লাহ্গ্রহণ করেছিলেন।মহানবী (সা.)-এর সাথে তারা অবিচলভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বলেন, হুনায়নের যুদ্ধের দিন আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে, মুসলমানদের দুটি দল পিছপা হয়ে গিয়েছিল এবং মহানবী (সা.) এর সাথে একশত লোকও ছিল না। হুনায়নের যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর পাশে দৃঢ়তার সাথে

অবস্থানকারী সাহাবীগণের সংখ্যার ব্যপারে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। তার মতে, এমন সাহাবীদের সংখ্যা আশি এবং একশ'র মাঝামাঝি ছিল। কেউ কেউ বলে, একশত ছিল। যাহোক,তারা অতি স্বল্পসংখ্যক ছিলেন।

হুযুর (আই.) বলেন, পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ আমি এখন করব তার নাম হলো হযরত নোমান বিন মালেক (রা.)। তাঁর নাম নোমান বিন কাওকালও বলা হয়ে থাকে। হযরত নোমানের সম্পর্ক ছিল আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু গানাম শাখার সাথে। হযরত নোমান বিন মালেক বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আর উহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। তাকে সাফওয়ান বিন উমাইয়া শহীদ করেছিল। হযরত নো'মান বিন মালেক, হযরত মুজাযের বিন যিয়াদ এবং হযরত উবাদা বিন হিসহাসকে উহুদের যুদ্ধের সময় একই কবরে সমাহিত করা হয়েছিল। মহানবী (সা.)-এর উহুদের যুদ্ধের জন্য বের হওয়ার সময় আর আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই সলুলের সাথে পরামর্শের সময় হযরত নোমান বিন মালেক নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! খোদার কসম, আমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করব। তিনি (সা.) বলেন, তা কীভাবে? তখন হযরত নোমান (রা.) নিবেদন করেন, এই কারণে যে, আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আপনি (সা.) আল্লাহ্র রসূল আর আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কখানোই পলায়ন করব না। এতে মহানবী (সা.) বলেন, তুমি সত্য বলেছ। আর সেদিনই তিনি শাহাদত বরণ করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আল্লাহ তা'লা তাঁর দোয়া কবুল করেছেন, কেননা আমি তাকে দেখেছি, অর্থাৎ কাশফে আল্লাহ তা'লা মহানবী (সা.)-কে অবহিত করেন, তিনি (সা.) বলেন, আমি তাকে দেখেছি যে, সে জান্নাতে বিচরণ করছিল এবং তার মধ্যে কোন প্রকার পঙ্গুত্ব ও খোঁড়ামি ছিল না।

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত যে, হযরত নো'মান বিন কাওকাল মসজিদে প্রবেশ করেন, তখন মহানবী (সা.) জুমুআর খুতবা প্রদান করছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে বলেন, হে নো'মান! দুই রাকাত নামায পড়ে নাও। জুমুআর যে সুন্নত নামায রয়েছে সেই বিষয়টি এখানে বর্ণিত হয়েছে। তিনি আসেন, তখন মহানবী (সা.) জুমুআর খুতবা দিচ্ছিলেন, তিনি (সা.) তাকে বলেন যে, দুই রাকাত নামায পড়ে নাও তা সংক্ষিপ্তভাবে পড়। অর্থাৎ সংক্ষেপে জুমুআর যে সুন্নত রয়েছে তা পড়ে নাও।খুতবা যেহেতু আরম্ভ হয়ে গেছে তাই দুই রাকাত নামায পড়ে নাও আর সংক্ষিপ্তভাবে পড়। এরপর তিনি (সা.) বলেন, যদি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ মসজিদে আসে আর ইমাম খুতবা প্রদানরত থাকেন তাহলে তার উচিত সে যেন দুই রাকাত নামায পড়ে আর তা যেন সংক্ষিপ্ত হয়।

এরপর যে সাহাবীর এখন স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত খুবায়েব বিন আদী আনসারী। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আর সেই যুদ্ধে তিনি হারেস বিন আমেরকে হত্যা করেছিলেন। বদরের যুদ্ধে মুজাহিদগণের জিনিসপত্রের দেখাশুনার দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত ছিল। হযরত খুবায়েব বিন আদী চতুর্থ হিজরী সনে রজী-র অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন বুখারী শরীফে রজীর ঘটনা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) দশ ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি দল পরিস্থিতির খবরাখবর সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন। আসেম বিন উমর বিন খাত্তাবের নানা আসেম বিন সাবেত আনসারীকে তাদের আমীর নিযু ক্ত করেন। তারা বাহ্দা নামক স্থানে এসে পৌঁছালে জনৈক ব্যক্তি হুযায়েল গোত্রের একটি অংশ লেহইয়ানকে তাদের সম্বন্ধে জানিয়ে দেয়। এই খবর শোনা মাত্রই বনু লেহইয়ানের প্রায় দু'শ ব্যক্তিবেরিয়ে আসে যাদের সবাই তিরন্দাজ ছিল এবং পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাদের পিছু নেয়। যখন আসেম এবং তার সঙ্গীরা তাদের আসতে দেখেন তখন তারা একটি টিলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারা তাদেরকে ঘিরে ফেলে এবং তাদের বলে যে, নীচে নেমে আসো এবং নিজেদেরকে আমাদের কাছে সোপর্দকর। আমরা তোমাদের সাথে অঙ্গীকার করছি যে, আমরা তোমাদের কাউকে হত্যা করব না। সেই দলের আমীর আসেম বিন সাবেত বলেন, নিশ্চয় আমি যদি সোপর্দ করি তাহলে আমাকে কাফিরদের প্রদত্ত নিরাপত্তায় টিলা থেকে নামতে হবে আর আমি কাফিরদের প্রদত্ত নিরাপত্তায় টিলা থেকে নামব না। অতঃপর তিনি দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি তোমার নবীকে আমাদের বিষয়ে অবগত কর। তারা তখন তাদের উপর তির বর্ষণকরে এবং আসেমকে সাতজন সহ হত্যা করে। এই দৃশ্য দেখে তিনজন ব্যক্তি কাফিরদের শর্তে রাজি হয়ে, তাদের কথায় বিশ্বাস করে তাদের কাছে নীচে নেমে আসে। তাদের মধ্যে ছিলেন খুবায়েব আনসারি, ইবনে দাসেনা এবং অপর এক ব্যক্তি। তারা যখন নিচে নেমে আসেন তখন কাফিররা তাদেরকে বন্দি করে, তারা তাদের তিরের রশি খুলে এবং তাদেরকে বেঁধে ফেলে। তখন তৃতীয় ব্যক্তি বলে উঠে যে, এটি হলো তোমাদের প্রথম প্রতারণা, খোদার কসম! আমি তোমাদের সাথে যাব না। যারা শহীদ হয়েছেন তাদের মাঝে আমার জন্য এটি এক প্রশান্তিদায়ক দৃষ্টান্ত রয়েছে। আমি এখানেই আছি, শহীদ করতে চাইলে কর। তারা তাকে জোর জবরদস্তিমূলকভাবে টানাহ্যাঁচড়া করে তাকে তাদের সাথে নিয়ে যেতে চান, কিন্তু তাতে রাজি হন নি। পরিশেষে তারা তাকে হত্যা করে আর খুবায়েব এবং ইবনে দাসেনাকে বন্দি করে নিয়ে যায় এবং মক্কায় তাদেরকে বিক্রি করে দেয়। হযরত খুবায়েবকে বনু হারেস বিন আমের বিন নওফেল বিন আবদে মানাফ ক্রয় করে। খুবায়েবই হারেস বিন আমেরকে বদরের দিন হত্যা করেছিলেন। খুবায়েব তাদের কাছে বন্দি ছিলেন। ইবনে শিহাব বলতেন যে, উবায়দুল্লাহ্ বিন আইয়ায আমাকে বলেন, হারেসের মেয়ে তার কাছে উল্লেখ করেন যে, যখন তারা তাকে তারা হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অর্থাৎ যারা তাকে ক্রয় করে বন্দি বানিয়েছে তারা এই বিষয়ে একমত হয় যে, এখন তাকে হত্যা করা হবে,শহীদ করা হবে,তখন সেই বন্দি অবস্থাতেই খুবায়েব একদিন তাদের কাছে ব্যবহারের জন্য একটি ক্ষুর চান। এটি খুব বিখ্যাত ঘটনা, যা বর্ণনা করা হয়। অতএব সে ক্ষুর দিয়ে দেয়। হারিসের মেয়ে বলেন, তখন আমার অজান্তে আমার এক বাচ্চা খুবায়েবের কাছে যায় এবং সে তাকে কোলে তুলে নেয়। তিনি বলেন, আমি খুবায়েবকে দেখলাম যে, তিনি

বাচ্চাকে তার রানের উপর বসিয়েছেন আর তার হাতে ক্ষুর রয়েছে। এটি দেখে আমি এতটাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি যে, খুবায়েব আমার চেহারা দেখে তা বুঝে যান এবং বলেন, তুমি কি এই ভয় পাচ্ছ যে, আমি একে হত্যা করব, আমি এমন কাজ করার মতো লোক নই। হারেসের মেয়ে বলতেন, খোদার কসম! আমি কখনো খুবায়েবের চেয়ে উত্তম বন্দি দেখিনি। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি একদিন তার হাতে আঙুরের থোকা দেখেছি যা থেকে তিনি খাচ্ছিলেন, অথচ তিনি তখন শিকলাবদ্ধ ছিলেন এবং মক্কাতে তখন কোন ফলও ছিলনা। সে বলতো, এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রিযিক ছিল যা তিনি খুবায়েবকে দান করেছিলেন। যখন তাদেরকে হেরেমের বাহিরে নিয়ে যায়, অর্থাৎ এরূপ জায়গায় হত্যা করবে যা হেরেমের অন্তর্ভুক্ত নয়, তখন খুবায়েব তাদের বলেন, আমাকে দুই রাকাত নামায পড়ার অনুমতি দাও। তারা তাকে অনুমতি দেয় আর তিনি দু'রাকাত নামায পড়েন এবং বলেন, যদি আমার এ ধারণা না হতো যে,তোমরা ভাববে আমি এখন যে অবস্থায় নামাযে রয়েছি তা মৃত্যুর ভয়ে, তাহলে আমি অবশ্যই আরো দীর্ঘ নামায পড়তাম।অতঃপর তিনি আপন খোদার সমীপে এই দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ! তাদেরকে এক এক করে ধ্বংস কর। তাকে যখন শহীদ করা হচ্ছিল তখন তিনি এই দোয়াও করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! তাদেরকে এক এক করে ধ্বংস কর। এরপর হযরত খুবায়েব এই পংক্তি পড়েন, যার অনুবাদ- আমি যেহেতু মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করছি তাই আমার কোন পরোয়া নেই যে, আল্লাহ্‌র খাতিরে কোন পার্শ্বে পতিত হ ব। আমার এই পতিত হওয়া আল্লাহ্‌রই জন্য আর তিনি ইচ্ছা করলে টুকরো করা শরীরের প্রতিটি সন্ধিস্থলে বরকত দান করতে পারেন। যাহোক হযরত খুবায়েব বিন আদী নফল আদায় শেষ করলে হারেসের ছেলে উকবা সেখানে গিয়ে খুবায়েব (রা.)-কে হত্যার মাধ্যমে শহীদ করে। হযরত খুবায়েব (রা.)-ই প্রত্যেক এমন মুসলমানের জন্য দুই রাকাত নফল নামায আদায় করার সুন্নত প্রবর্তন করেছিলেন যাকে এভাবে বেঁধে হত্যা করা হয়। যখন হযরত খুবায়েব-কে শহীদ করা হয় বা শহীদ করা হচ্ছিল তখন তিনি আল্লাহ্‌র কাছে এই দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্, আমার কাছে এমন কোন মাধ্যম নেই যার মাধ্যমে তোমার রসূল (সা.)-এর কাছে আমার সালাম পৌঁছাতে পারি। অতএব তুমিই আমার পক্ষ থেকে মহানবী (সা.) এর কাছে আমার সালাম পৌঁছে দাও। যখন হযরত খুবায়েবকে হত্যা করার জন্য মঞ্চে উঠানো হয় তখন পুনরায় দোয়া করেন। তিনি বলেন, এক মুশরিক যখন এই দোয়া শুনে যে, আল্লাহুম্মা আহ্‌সেহিম আদাদান ওয়াকতুলহুম বাদাদা অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি কাফিরদের সংখ্যা গণনা করে রাখ আর তাদেরকে বেঁছে বেঁছে হত্যা কর, তখন সে ভয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে। তিনি বলেন, এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই মাটিতে শুয়ে পড়া সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে হযরত খুবায়েবের হত্যায় অংশগ্রহণকারী আর কেউই জীবিত থাকে নি, সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। তিনি এটিও বর্ণনা করেন যে, জিবরাঈল মহানবী (সা.) এর সমীপে আসেন আর তাঁকে (সা.)কে এ ঘটনার সংবাদ প্রদান করেন, যারপর তিনি (সা.) নিজ সাহাবীদেরকে অবহিত করেন। সাহাবীরা বলেন, সে দিন মহানবী (সা.) বসেছিলেন, অর্থাৎ বৈঠক চলছিল; তিনি (সা.) বলেন, ওয়া আলাইকুম আস্‌সালাম ইয়া খুবায়েব! অর্থাৎ হে খুবায়েব! তোমার ওপর আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ষিত হোক। তিনি (সা.) এটিও বলেন যে, কুরাইশরা তাকে হত্যা করেছে। অতএব,আল্লাহ্‌তা'লা সালাম পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দেন।

হুযুর বলেন, এখন আমি প্রথমত এই ঘোষণা করতে চাই যে, তারীখে আহ্‌মদীয়াত (আহ্‌মদীয়াতের ইতিহাস) বিভাগ তাদের নিজেদের একটি ওয়েব সাইট চালু করেছে। এটি উর্দু ও ইংরেজি দুই ভাষার সমন্বয়ে, যাতে আহমদীয়াতের ইতিহাস ও জীবনচরিত সম্পর্কে জামা'তের প্রকাশিত পুস্তকাদি আপলোড করা হচ্ছে, আমি জুমআর পর ইনশাআল্লাহ্ এই ওয়েব সাইটটি উদ্বোধন করবো।

দ্বিতীয়ত একটি দুঃখজনক সংবাদ রয়েছে। আমাদের প্রবীণ মুবাল্লিগ সফীউর রহমান খুরশীদ সাহেব পিতা হাকীম ফযলুর রহমান সাহেব ,যিনি আফ্রিকা ও অন্যান্য স্থানেও মুবাল্লেগ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, পরবর্তীতে নুসরাত আর্ট প্রেসের ম্যানাজার ছিলেন, তিনি গত ১৬ই সেপ্টেম্বর ৭৫ বছর বয়সে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন। এখন (নামাযের পর) আমি তার গায়েবানা জানাযা পড়াবো। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মৌলভী কুদরত উল্লাহ সানৌরী সাহেবের দৌহিত্র ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি কৃপা এবং মাগফিরাত করুন। তার মর্যাদা উন্নীত করুন। তার এক কন্যা রয়েছে, তাকেও আল্লাহ্ তা'লা ধৈর্য ও মনোবল দান করুন এবং তার স্ত্রীকেও ধৈর্য ও মনোবল দিন। (আমীন)

Khulasa Khutba (Bangla) Huzoor Anwar (atba) 20 September 2019

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B